ছবি: বিদ্যালয়ের জুনিয়র (বামে) ও প্রাথমিক বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

# জুনিয়র ও প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষায় উদয়ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কৃতিত্ব

১৯৮২ সালে অনুষ্ঠিত জুনিয়র ও প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষায় ঢাকার উদয়ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। উদয়ন বিদ্যালয়ের ছাত্রী জেসমীন রহমান শীলু ১৯৮২ সালে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুলে রমনা থানায় ১ম স্থান অধিকার করেছে।



জেসমীন রহমান শীলু

বিদ্যালয়ের অপর ২১ জন ছাত্র-ছাত্রী জুনিয়র ও ৯ জন প্রাইমারী বৃত্তি লাভ করেছে।

জেসমিন রহমান শীলু ১৯৭৯ সালে প্রাথমিক বৃত্তিতেও ঢাকা বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করে। সে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ১ম ও ১৯৮২ ১৯৮৩ সালের 'জাতিসংঘ সপ্তাহ' উপলক্ষে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করে। শীলু উত্তরা ব্যাংকের অফিসার জনাব মতিউর রহমান ও বেগম সালমা রহমানের একমাত্র কন্যা।

বৃত্তিপ্রাপ্ত অন্য ছাত্র-ছাত্রী হল: জুনিয়র ট্যালেন্টপুল: জাওয়াদ-বীন হাসান (দ্বিতীয় স্থান), রেজাউর রহমান (চতুর্থ স্থান), ইফাত হক ও পারভেজ সোহেল।

সাধারণ: শৈবাল কুমার কানন-গো, লুৎফুল হাসান, ফাইরোজ সামিরা, ইকবাল আহমেদ সাঈদ, মেহরীন মতিন মো: সিরাজুল সামস্ আহমেদ আলী, সাবেদ মোস্তফা, শাহনাজ আহমেদ, ফারজানা চৌধুরী, নওরীন চৌধুরী, জাকিয়া হানিফ চৌধুরী, বাসমা সাহাদাত, তাহমিনা রহমান, তাসমিনা রহমান, নায়ার সুলতানা, গোলেন নারী।

প্রাইমারী ট্যালেন্টপুল: রেজওয়ান আহমেদ (প্রথম স্থান), সিরাজুম হাবীব (তৃতীয় স্থান), সায়মা নাজনীন নাহার (চতুর্থ স্থান)।

সাধারণ: মারুফ সিদ্দিকী, বীথিকা সায়রা খান, খন্দকার নরুল আনফাক, ফারহানা হোসেন, তাসনিমা ইসলাম, ফেরদৌসী পূরবী চৌধুরী। খবর প্রেস বিজ্ঞপ্তির।